প্রথম আলো
রোববার, ১০ মার্চ ২০১৩

আগামীর গবেষক শফিকুর

স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবেদক

ছেলেটি ভালো হ্যান্ডবল খেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবলের সর্বোচ্চ গোলের অধিকারী সে। লিখতে পারে ভালো কবিতা। আঁকতে পারে ক্যালিগ্রাফিও। বহুগুণে গুণান্বিত ছেলেটি সম্প্রতি তার সাফল্যের পাল্লাটি আরেকটু ভারী করল। 'অলটেক ইয়ং সায়েন্টিস্ট' পুরস্কার পেয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করল সে।

ছেলেটির নাম শফিকুর রহমান। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা দিলেন এবার। ছোটবেলায় ইচ্ছে ছিল সেনা কর্মকর্তা হয়ে দেশের সেবা করার। কিন্তু বিধি বাম, ওখানে সুযোগ পেলেন না। এর পর ভর্তি হলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদে। ধীরে ধীরে এই বিষয়ের মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন। পড়াশোনার পাশাপাশি মৌলিক গবেষণা করে ছিনিয়ে আনলেন সাফল্য।

কী ছিল তার সেই আবিষ্কার? চলুন তাঁর মুখ থেকেই শুনে আসি—

'মুরগির বর্জ্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার কারণে তৈরি হয় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস, যা মুরগির উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এ গ্যাস কোনোভাবে কমাতে পারলে মুরগির উৎপাদন বাড়বে, মাংসের স্বাদও ভালো হবে। এসব চিন্তা মাথায় ঘুরছিল। তখনই দেখলাম 'অলটেক ইয়ং সায়েন্টিস্ট'-এর পোস্টার। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন জানাই সেখানে। রাতদিন পরিশ্রম করে একটি পেপার লিখি। বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হয় আমার প্রজেক্টটি। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে আমি হই তৃতীয়।' নিজের সাফল্যের কথা এভাবেই ব্যক্ত করছিলেন তিনি। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না মোটেও। একে তো সেমিস্টার পদ্ধতির পড়াশোনার চাপ, আরেক দিকে গবেষণা। রাতদিন খাটাখাটনি করা লাগত।

তাঁকে সহায়তায় এগিয়ে এলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক আল মামুন। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন পোল্ট্রি সায়েন্সের সহকারী অধ্যাপক বাপন দে। পুরস্কার তো পেয়েছিলেনই, পাশাপাশি ওই সেমিস্টারে তাঁর ফলও হয়েছিল সবচেয়ে ভালো! বর্তমানে মেধাক্রম অনুযায়ী শফিকুর তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

'চাপের মধ্যেই বোধহয় আমার কাজ ভালো হয়', হেসে বলছিলেন তিনি। এই তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করেননি। মুরগির বর্জ্যে বিষাক্ত গ্যাস দূর করার জন্য তিনি একটি উপায়ও আবিষ্কার করেছেন। আর তা হলো, শুকনো নিমপাতা গুঁড়া করে তা মুরগি পালনের জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলেই ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারবে না, তৈরি হবে না বিষাক্ত গ্যাসও।

নিমপাতার ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ক্ষমতার কথা সবাই জানে। কিন্তু কজন ভাবতে পেরেছে নিমপাতা দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস কমিয়ে মুরগির উৎপাদন বাড়ানোর কথা? তবে এই নিমপাতারও রয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুযায়ী, ১৬ বর্গফুটে ৫০ গ্রাম নিমপাতা দিলেই সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শিশির যে ছোটবেলায় খুব ভালো ছাত্র ছিলেন এমনটা নয়। স্কুলের পরীক্ষায় ফেলও করতেন মাঝে মাঝে। দশম শ্রেণী থেকেই মূলত পড়াশোনার দিকে ঝোঁক দেন তিনি। তাঁর জীবনটা কেটেছে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। বাবার মৃত্যুর পর পেনশনের সামান্য টাকায় সংসারের হাল ধরেন মা। পড়াশোনার সময়টায় পাশে পেয়েছিলেন বড় ভাইকে। তাঁর অনুপ্রেরণা তাই মা আর বড় ভাই।

'আমাদের দেশ কৃষিতে এখনো অনেক পেছনে, কৃষিতে অবদান কম বলেই দেশ সেভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না', ক্যাম্পাসে বিখ্যাত বনে যাওয়া শিশির দেশের কল্যাণে কাজ করতে চান।

ছেলেবেলার আর্মি হওয়ার ইচ্ছেটা মরে গেলেও দেশকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা তো মরেনি! 'আমি হতে চাই দেশের সবচেয়ে বড় পশু গবেষক', কণ্ঠে তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

'মেধা নয়, আমার পরিশ্রমই আমাকে এত দূর এনেছে', দৃপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন তিনি, 'কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে!'

শফিকুর রহমান: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব